দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, নকলের নতুন উপাদান মোবাইল ফোন!

স্টাফ রিপোর্টার ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পাস সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে শনিবার দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল করার অভিযোগে পাঁচ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৯টি জেলায় নকলের অভিযোগে সাড়ে ৭শ' পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। নকলের অভিনব কায়দা হিসাবে মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল ছিল বাংলা পরীক্ষা।

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, পরীক্ষার আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবারই বাংলা প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। বিভিন্ন ফটোস্ট্যাট দোকানি প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার উত্তরপত্র লিখে দুই পরীক্ষার্থী ডিমলা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ কেন্দ্রে প্রবেশ করলে দায়িত্বরত ম্যাজিস্ট্রেট তাদের ধরে ফেলেন। তারা হলো দীননাথ শীল ও রমেশ চন্দ্র রায়। পরে তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শহীদুল ইসলাম নামের এক ফটোস্ট্যাট কর্মচারীকে পুলিশ আটক করে।

এদিকে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জেলার তিনটি কেন্দ্র পরিদর্শন

(৭- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

ডিগ্রী পরীক্ষার

(৮-এর পাতার পর)

করে ২৩ পরীক্ষার্থীকে নকলের দায়ে বহিষ্কার করেন।

গাইবান্ধা সংবাদদাতা জানান, শুক্রবার রাতে শহরের বিভিন্ন ফটোস্ট্যাটের দোকানে ৫০ টাকা থেকে ২শ' টাকায় প্রশ্ন বিক্রি হতে দেখা যায়। যা শনিবারে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে।

রংপুর সংবাদদাতা জানান, শনিবার পরীক্ষা চলাকালে বদরগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ কেন্দ্রে এক পরীক্ষার্থী বাইরে থেকে উত্তরপত্র লিখে এনে মূল খাতায় সংযোজন করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে এবং তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এসব এলাকার ফটোস্ট্যাট দোকানগুলোতে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্রের ফটোকপি বিক্রির হিড়িক ছিল।

ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা জানান, পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরপরই বেশিরভাগ কেন্দ্রের আশপাশে হুবহু উত্তরপত্র ৫শ' থেকে এক হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।

বরিশাল থেকে স্টাফ রিপোর্টার জানান, পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন কেন্দ্রে মোবাইল ফোন দিয়ে নকল করার সময় অনেককে হাতেনাতে ধরা হয়েছে। সরকারী মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে চারটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা জানান, মুকসুদপুর উপজেলার বঙ্গরত্ন কলেজের চয়ন কুমার বিশ্বাস নামে এক ছাত্র বাইরে থেকে লেখা খাতা পরীক্ষার খাতায় সংযোজন করার সময় ধরা পড়ে। পরে বহিষ্কৃত এই ছাত্র কলেজ অধ্যক্ষকে হুমকি দিলে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।